সুরভারতী সংগীত পরিষদ

অনুমোদন ও অন্যান্য ফর্ম ডাউনলোড

স্থাপিত : ইং ১৯৭২

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত পরীক্ষা বোর্ড এবং সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতৃক রেজিষ্ট্রিকৃত (রেজিষ্ট্রেশন নং: এস/৫৮৯৩৬)

সুরভারতী সংগীত পরিষদে স্বাগত জানাই ।

- আমাদের পরিচয়

সুরভারতী সংগীত পরিষদ একটি সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক পরীক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় , আমাদের এই বোর্ড বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা মান্যতাপ্রাপ্ত এবং সারা বিশ্বে স্বীকৃত । আমাদের এখানে সংগীত ও সংস্কৃতির ওপর ডিগ্রি / ডিপ্লোমা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা করবার জন্য বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজকে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

- আমাদের কথা

দীর্ঘ ৪৫ বছর আগে ইং ১৯৭২ সালে পশ্চিমবাংলা সহ সমগ্র ভারতের সংস্কৃতিক্ষেত্রের পীঠস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর সন্নিকটে সুরভারতী সংগীত পরিষদ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থার বীজ ব্যাপিত হয়েছিল । সেই সময় থেকে শিক্ষার্থীদের নানা বিষয়ে শিক্ষাদান এবং পরীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় । পরিষদ উত্তরোত্তর অধিক যত্নশীল হয়ে আসছে আমাদের প্রায় ১০২১ টি অনুমোদিত কেন্দ্র এবং প্রায় ১ লাখ ছাত্রের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ভারতীয় সংগীত ও সাংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার করা।

পরিষদের এই চলার পথে উল্লেখ্য কয়েকজনের নাম অবশ্যই স্মরণ করি - যথা ডঃ রমা চৌধুরী , শ্রী হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী , শ্রী মন্মথ নাথ ঘোষ , শ্রী চিন্ময় লাহিড়ী,ডঃ মৃগাঙ্গশেখর চক্রবর্ত্তী , শ্রী বুদ্ধদেব রায় , ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ , শ্রী সুবিনয় রায়, ডঃ প্রবীর ভট্টাচার্য্য , শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র , ডঃ অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় , শ্রী বিমান মুখোপাধ্যায় , শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ , গুরু বেলা অর্নব , গুরু বন্দনা সেন , ডঃ শোভন সোম , রামানন্দ বন্দোপাধ্যায় , অধ্যাপক সমরেশ চৌধুরী ,ডঃ এল.এন.প্যাচোরী , শ্রী প্রদীপ ঘোষ , শ্রী পার্থ ঘোষ, শ্রী ধ্রুব মিত্র , তাঁদের প্রতি পরিষদ অশেষ কৃতজ্ঞ ।

জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন অনুমোদিত কেন্দ্রে নির্ধারিত পাঠ্যসূচিতে শিক্ষন , পরীক্ষাগ্রহণ , ও অভিজ্ঞান পত্রের (সার্টিফিকেট) প্রদানে বিশেষ যত্নবান এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথার্থ শিল্পী তৈরীর প্রচেষ্টাতে ব্রতী হয়েছে।

বর্তমান সাংস্কৃতিক জগতে আগামী দিনে যেন প্রত্যেকটি শিল্পী সুশিক্ষিত হয়ে ভারতীয় সংগীত কলার ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত রাখতে পারে - এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার সাথে আমাদের কর্তব্য করে চলেছি।

বিশদে জানতে ক্লিক করুন :

নীচের ফর্মটি পূরণ করুন -

আপনার নাম ঃ-

আপনার ফোন নং ঃ-

আপনার ইমেল ঃ-

সাবমিট করুন

সুরভারতী সংগীত পরিষদ একটি সংগীত , নৃত্য , নাটক , আবৃত্তি , চিত্রকলা , সাংবাদিকতা , যোগ , ও অন্যান্য চারুকলার আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত পরীক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় ।

নতুন সেন্টার খুলতে আগ্রহী ?

আপনার নাম

আপনার ইমেইল

কেন্দ্রের নাম

মোবাইল নাম্বার

সাবমিট করুন

বিস্তারিত ভাবে জানতে ক্লিক করুন নিচের বক্সে

বিষয় ও পরীক্ষাবর্ষ

সময় নির্দেশিকা

সাধারণ নিয়মাবলী

সমাবর্তন উৎসব

ফর্ম ডাউনলোড করুন

- ✓ Affiliation Form
- ✓ Research Form
- ✓ Examination Form
- ✓ Teachers Training Form
- ✓ Application Form For Examinership

আমাদের ঠিকানা

সুরভারতী সংগীত পরিষদ
৩ সি দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬
ফোন - ০৩৩ ২২৫৯০৬৫২ / ৯৪৩৩৪৬৫২১৪ / ৯৯০৩০৮৬২৫৬
হোয়াটস অ্যাপ ৯৪৩৩৪৬৫২১৪

সুরভারতী সংগীত পরিষদ

স্থাপিত : ইং ১৯৭২

যোগাযোগ করুন

ইমেল - surabharatisangeetparishad@yahoo.com
surabharatisangeetparishad@gmail.com

কার্য্যালয়ের সময়সূচী ঃ- সোমবার হইতে শুক্রবার বেলা ১১টা - বিকেল ৫টা পর্য্যন্ত
(বিরতি বেলা ১টা হইতে ২টা)
শনিবার বেলা ১১টা - বেলা ৩টা পর্য্যন্ত
রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ।

আমাদের পেজ সাবস্ক্রাইব করুন

আপনার ইমেইল লিখুন

সাবস্ক্রাইব

বিশেষ জানতে কয়েকটি ভিডিও

YOU YUBE VIDEO LINK

বিষয় ও পরীক্ষাবর্ষ

পরিচালন ব্যবস্থার সাতটি বিভাগ আছে ঃ-

- প্রশিক্ষণ,
- গবেষণা,
- সংগীত সহ অন্যান্য চারুকলার শিক্ষালয় সমূহকে পরীক্ষা কেন্দ্ররূপে অনুমোদন প্রদান করা ও পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা,
- অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা,
- শিক্ষক - শিক্ষণ (টিচার্স ট্রেনিং প্রশিক্ষণ),
- ক্যাসেট ও গ্রন্থ প্রকাশন,
- টি.ভি. প্রোডাকশন্ ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতিতে সংগীত ও অন্যান্য চারুকলার পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে সমস্ত সংগীত শিক্ষক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকদের সংশ্লিষ্ট (affiliated) হওয়ার জন্য সাদর আহ্বান জানাই।

প্রাক্ প্রবেশিকা - ১ প্রাক্ প্রবেশিকা - ২ প্রবেশিকা - ১ প্রবেশিকা - ২	জুনিয়র ডিপ্লোমা
প্রথম বর্ষ - দ্বিতীয় বর্ষ - তৃতীয় বর্ষ	সিনিয়র ডিপ্লোমা
চতূর্থ বর্ষ - পঞ্চম বর্ষ -	সংগীত বিশারদ (বিঃ মিউজ)
ষষ্ঠ বর্ষ - সপ্তম বর্ষ -	সুরসাগর (এম. মিউজ)
অষ্টম বর্ষ -	শিক্ষকশিক্ষণ (টিচার্স ট্রেনিং)

বিষয় ঃ -

- সর্ব প্রকার কণ্ঠসঙ্গীত
- সকল প্রকার নৃত্য
- বাদ্য (তবলা, পাখোয়াজ, শ্রীখোল)
- সকল প্রকার যন্ত্রসঙ্গীত
- চিত্রকলা (Painting)
- আবৃত্তি

- নাটক
- সাংবাদিকতা

সময় নির্দেশিকা

লিখিত শাস্ত্রীয় পরীক্ষা ঃ-

প্রতি বছর জানুয়ারীর ২৩ ও ২৬ তারিখে : প্রথম বর্ষ থেকে পঞ্চম বর্ষ।
প্রতি বছর ১লা মে : ষষ্ঠ বর্ষ, সপ্তম বর্ষ।
প্রতি বছর ১লা আগষ্ট শিক্ষক শিক্ষণ।

ক্রিয়াত্বক পরীক্ষা ঃ-

প্রথম বর্ষ থেকে পঞ্চম বর্ষ : জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।
ষষ্ঠ, সপ্তম ও শিক্ষক শিক্ষণ : প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম রবিবার।

সমাবর্তন ঃ-

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম রবিবার।

পরীক্ষার আবেদন পত্র ও শুল্ক জমা ঃ-

প্রতি বছর ৩১ শে অক্টোবর।

সাধারণ নিয়মাবলী

সুরভারতী সংগীত পরিষদ, ভারতীয় সংগীত, সংস্কৃতি ও চারুকলার সুষ্ঠ প্রচার ও প্রসার, পরীক্ষা ব্যবস্থাদি ও গবেষণার উন্নতি কল্পে প্রতিষ্ঠিত।এই সংস্থার উদ্দ্যেশ্য হল ঃ-

(ক) পাঠক্রমানুসারে ভারতবর্ষের তথা বিদেশের বিভিন্ন সংগীত শিক্ষালয় সমূহকে অনুমোদন দেওয়া।

(খ) অনুমোদিত সংগীত ও চারুকলা শিক্ষাকেন্দ্রগুলির ছাত্র - ছাত্রীদের মান নির্দ্ধারণ পূর্বক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

(গ) পরীক্ষান্তে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মানপত্র প্রদান করা।

(ঘ) সংগীত প্রসারের জন্য সংগীত প্রতিযোগিতা, সংগীত সম্মিলনী ও গুনীজনদের সাম্মাণিক উপাধি প্রদানের আয়োজন করা এবং সংগীত ও সাংস্কৃতিক পত্রিকার প্রকাশনা করা।

(ঙ) শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher's Training) ও গবেষণার (Research) – ব্যবস্থা করা।।

RULES & REGULATION

অনুমোদন লাভ করিবার নিয়ম

১। ভারতের তথা পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের চারুকলা বিষয়ের শিক্ষায়তনই অনুমোদনের জন্য আবেদন করিতে পারে।

২। কোন শিক্ষালয়ে ত্রিশ জনের কম পরীক্ষার্থী থাকিলে তাহাকে একটি পরীক্ষা কেন্দ্র রুপে গণ্য করা পরিষদের কর্মসমিতির অনুমোদন সাপেক্ষ।

৩। অনুমোদনের জন্য নির্দ্ধারিত আবেদন পত্র পূরণ করিয়া পরিষদের রেজিষ্ট্রার অথবা সম্পাদকের নামে বছরের যে কোন সময়েই অনুমোদন শুল্ক সহ (Affiliation Fee) সহ পাঠানো যায়।

৪। কোন অনুমোদিত শিক্ষাকেন্দ্র পরপর তিন বছর পরীক্ষার ব্যবস্থা না করিলে অনুমোদন বাতিল বলিয়া গন্য করা হয়।

পরীক্ষা ব্যবস্থা

১। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন বয়সের পুরুষ বা মহিলাই এই পরিষদের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২। প্রাক প্রবেশিকা পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু এই দুই শিক্ষাবিভাগ জুনিয়র ডিপ্লোমা।প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষান্তে সিনিয়র ডিপ্লোমা।চতুর্থ বর্ষ এবং পঞ্চম বর্ষের পরীক্ষান্তে সংগীত বিশারদ (গীত, বাদ্য, নৃত্য, চিত্র, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি বিষয় হিসাবে) সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ষ - সুরসাগর (এম মিউজ) এবং অষ্টম বর্ষ - শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher's Training)

৩। পরীক্ষা শুল্ক (Examination Fee) সহ আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ প্রতি বৎসরের ৩১ সে অক্টোবর।ষষ্ঠ বর্ষ, সপ্তম বর্ষ, শিক্ষক শিক্ষণ এবং মে সেশনের পরীক্ষার আবেদনপত্র সহ পরীক্ষা ফি জমা দেওয়ায় শেষ তারিখ ১৫ই মার্চ।

৪। ঔপপত্তিক (Theory) পরীক্ষা সাধারণত ঃ ২৩শে ও ২৬শে জানুয়ারী গৃহীত হয় এবং ক্রিয়াত্মক (Practical) পরীক্ষা জুনমাসের মধ্যে গৃহীত।

৫। ১০ বৎসরের কম বয়স্ক পরীক্ষার্থী এবং অন্ধ পরীক্ষার্থীদের Theory পরীক্ষা মৌখিকভাবে গৃহীত হইবে।

৬। ঐচ্ছিক বিষয়ে পূর্ণ সংখ্যা ১০০-র মধ্যে -৪০- এর বেশী নাম্বার পেলে তা Total-এর সহিত যোগ হইবে।

৭। ক) উচ্চাঙ্গসংগীতের পাঠক্রমে অন্যান্য সংগীত
খ) রবীন্দ্রসংগীতের পাঠক্রমে অন্যান্য সংগীত
গ) কত্থক নৃত্যের পাঠক্রমে অন্যান্য নৃত্য
ঘ) ভরতনাট্যম নৃত্যের পাঠক্রমে অন্যান্য নৃত্য
ঙ) রবীন্দ্রনৃত্যের পাঠক্রমে অন্যান্য নৃত্য

ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পরিগন্য অথবা প্রয়োজনবোধে পরিত্যাজ্য।

কেন্দ্র ব্যবস্থাপকগণদের বাৎসরিক কার্য্যাবলী

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি পরীক্ষার ফর্ম পরীক্ষা ফি সহ পোষ্টাল অর্ডার অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে সুরভারতী সংগীত পরিষদের নামে পাঠাতে হবে। কোন ব্যক্তির নামে নয়।

* পরীক্ষা ফর্মে প্রতিটি লাইন পরিষ্কার ও সঠিকভাবে পূরণ করিতে হইবে। পরীক্ষার্থীর নাম, বাবার নাম, বিষয় বড় অক্ষরে লিখিতে হইবে। বিবাহিতা মহিলাদের ক্ষেত্রে বাবার নাম অথবা মায়ের নাম অবশ্যই লিখিতে হইবে। স্বামীর নাম নয়।

* ফর্ম পাঠানোর পর দ্বিতীয়বার সেই ফর্মের কোন পরিবর্তন বা কোন ফর্ম বাতিল করা সম্ভব হবে না।

* কোন পরীক্ষার্থী অসুস্থ বা কোন কারণ বশত পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকিলে ঐ পরীক্ষা ফি পরবর্তী বছরের সহিত যুক্ত বা ফেরত দেওয়া হবে না।

* সমস্ত কেন্দ্র ব্যবস্থাপকের থিওরী পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাত দিনের মধ্যে প্রতিটি খাতা ডাক যোগে অথবা পরিষদীয় অফিসে সরাসরি জমা দিতে হইবে। উত্তর পত্রের প্রথম পাতায় পরীক্ষার্থীর ডিটেলস্ যথাযথ ভাবে পূরণ রয়েছে কিনা, তা কেন্দ্র ব্যবস্থাপককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ব্যবহারিক পরীক্ষা (Practical Examination)

* পরিষদ হইতে ব্যবহারিক পরীক্ষার চিঠি পাওয়া মাত্র কেন্দ্র ব্যবস্থাপক ও পরীক্ষক পরীক্ষার দিন নির্ধারণের জন্য একে অপরের সহিত শীঘ্র যোগাযোগ

করিতে হইবে এবং চিঠি আদান প্রদানের প্রতিটি অফিস কপি রাখিতে হইবে। অসহযোগিতা অকারণ হয়রানি , দেরী এবং অবহেলা কোন তরফেই বাঞ্ছিত নয়।

* ব্যবহারিক পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষক , কেন্দ্র ব্যবস্থাপক, পরীক্ষার্থী ও বাদ্য-সহযোগী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ পরীক্ষা হলে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

* ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রতিটি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষকের সামনে উপস্থিতি সই করার পত্রে সই করতে হবে। পরীক্ষা সমাপ্তির পর ঐ পত্রে পরীক্ষক ও কেন্দ্র ব্যবস্থাপক দুজনকেই সই করতে হবে।

* পরীক্ষার্থী লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় মোট মানের ৩৬% অর্জন করতে পারলেই কৃতকার্য্য বলে গণ্য হবে।
পরীক্ষার্থীদের অর্জিত মোট মানের হিসাব :-
(ক) ডিষ্টিংশন - ৮০%
(খ) প্রথম বিভাগ - ৬০%
(গ) দ্বিতীয় বিভাগ - ৪৫%
(ঘ) তৃতীয় বিভাগ - ৩৬%

কেন্দ্র পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

* পরীক্ষা পরিচালনা - পরীক্ষার জন্য আবেদন পত্রে উল্লিখিত বিষয়-সমূহের মধ্যে কোন দুর্বোধ্যতা বা মিথ্যা থাকলে তার দায়িত্ব কেন্দ্র ব্যবস্থাপকের।

* পরিষদ বৎসরে দুইবার পরীক্ষা গ্রহনের ব্যবস্থা করে অধিকাংশ কেন্দ্রে ডিসেম্বর শেসনে পরীক্ষা ব্যবস্থায় আগ্রহী, অন্যথায় অন্য কেন্দ্রগুলি মে শেসনে পরীক্ষা ব্যবস্থা করে।

* সমস্ত পরীক্ষার লিখিত প্রশ্ন ও উত্তর পত্র , বাড়তি কাগজ ও তৎ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজ পত্র পরীক্ষা তারিখের এক সপ্তাহ আগেই ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ কোন কারণে এই সমস্ত কাগজ পত্র সময় মত না পেলে কেন্দ্র পরিচালকগণ নির্দিষ্ট সময়ের অন্ততঃ তিন দিন আগে প্রতিনিধি মারফৎ/ টেলিফোনে পরিষদীয় দপ্তরে খবর জানাতে পারেন বা প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সংগ্রহ করতে পারেন।

* লিখিত পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার (সাত দিনের) মধ্যে লিখিত উওর পত্র , পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি পত্র , খালি খাম ও অব্যবহৃত কাগজ পত্র সহ পরিষদীয় দপ্তরে পাঠাতে হবে।

* প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষার্থী , অন্ধ বা প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা মৌখিক ভাবে গ্রহণ করা হতে পারে ক্রিয়াত্মক পরীক্ষার সময়ে নিযুক্ত পরীক্ষক দ্বারা।

পরীক্ষা গ্রহণ

* ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহনের দিন ধার্য্য করার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের। কেন্দ্র ব্যবস্থাপকগণ তা মেনে নেবেন এটাই বাঞ্ছনীয়। ছুটির দিন ছাড়াও অন্যান্য দিনেও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হতে পারে এবং সে দায়িত্ব কেন্দ্র ব্যবস্থাপকের। এ ব্যাপারে কেন্দ্র ব্যবস্থাপক ও ব্যবহারিক পরীক্ষক উভয়ের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

* ব্যবহারিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে কেন্দ্র ব্যবস্থাপকদের সর্বাধিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

লিখিত পত্রের পরীক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

* লিখিত পরীক্ষার উওর পত্র নিজ খরচে পরিষদের দপ্তর থেকে সংগ্রহ করতে হবে। নম্বর দেওয়ার পরে একটি তালিকাপত্র সহ দপ্তরে জমা দিতে হবে।

* কোন প্রশ্নের উওরের প্রাপ্য নাম্বার নির্দেশনা মেনে অতিরিক্ত নাম্বার দেওয়া, যোগফলে ভূল ধরা , রোলসীটে নাম্বার ভূল বসানো এবং অন্যান্য কর্তব্য পালনে অবহেলা ইত্যাদি সহিত অন্যায় বলে বিবেচিত হবে।

* উওর পত্র বিলম্বে জমা দেওয়া গর্হিত অন্যায় বলে বিবেচিত হবে। উওর পত্র সংগ্রহ করার ১৫ দিনের মধ্যে মূল্যায়ন শেষ হওয়া উচিত। এই হিসাব অনুসারে পরিষদীয় দপ্তরে ফেরৎ দিতে হবে।

* কোন পরীক্ষক কোন কারণ বশতঃ কার্য্য সম্পাদন করতে অপারগ হলে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দপ্তরে লিখিত ভাবে জানিয়ে দিতে হবে।।

ক্রিয়াত্মক পরীক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

* পরীক্ষকের নিয়োগ পত্র পাবার পরেই পরীক্ষককে তার সম্মতি পত্র পরিষদীয় কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

* নিয়োগ পত্র পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহনের সময় ও তারিখ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র ব্যবস্থাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয়। ক্রিয়াত্মক পরীক্ষার দিন ধার্য্য করার ক্ষমতা পরীক্ষকের। কেন্দ্র ব্যবস্থাপকগণ মেনে নেবেন এটাই কাম্য। ক্রিয়াত্মক পরীক্ষা গ্রহনের দিন স্থির হলে পরিষদের কার্য্যালয়ে জানিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরীক্ষা গ্রহণ করিতে যাওয়ার সময় নিযুক্তি (Appointment letter) পত্রটি অবশ্যই সঙ্গে রাখিবেন। নিযুক্তি পত্রের নির্দিষ্ট ব্যক্তিই একমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের অধিকারী। নির্দিষ্ট পরীক্ষক ব্যতীত অন্য কেহ পরীক্ষা গ্রহণ কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

* পরীক্ষা গ্রহনের ব্যাপারে পরীক্ষককে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হয়, যাতে পরিষদের সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে।
যাতে পরীক্ষার্থীরা সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশে উৎসাহের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে পারে সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

* পরীক্ষার্থীদের নাম্বার নির্ধারনের জন্য যে পরীক্ষাপত্র দেওয়া হয় তাতে কাটাকাটী বা কোন নাম্বার মুছে ফেলা বাঞ্ছনীয় নয়।

* ক্রিয়াত্মক পরীক্ষা গ্রহণের ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে অঙ্কতালিকা , উপস্থিত অনুপস্থিত পত্রাদিসহ কেন্দ্র ব্যবস্থাপক ও পরীক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরান্তে পরিষদ কার্য্যালয়ে পাঠাতে হবে। পরীক্ষকের পারিশ্রমিক বিল সাথে সাথে পাঠালে ভালো হয়।

* ক্রিয়াত্মক পরীক্ষক প্রতিদিন ৪০ জন পরীক্ষার্থীর যথা প্রবেশিকা পার্ট ওয়ান থেকে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণের অধিকারী।

* ক্রিয়াত্মক পরীক্ষার্থীর প্রবেশ পত্র (Admit Card) নিরীক্ষণ করে তবেই পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। প্রবেশ পত্র ছাড়া কোন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করতে পরীক্ষক বাধ্য নন। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রাধ্যক্ষের বিশেষ সুপারিশে ঐ কার্য সম্পন্ন হতে পারে।

* পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের অর্জিত মান সম্পর্কে পরীক্ষকের গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত।

* পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষককে নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ একঘন্টা আগে উপস্থিত হতে হবে।

* পূর্বে নির্ধারিত পরীক্ষার সময় ও তারিখ ফাইনাল করা সত্বেও যদি পরীক্ষক নির্দিষ্ট দিনে কোন কারণে অসুবিধায় পড়েন তবে কাল বিলম্ব না করে প্রধান কার্যালয়ে জানিয়ে দেবেন।
* ক্রিয়াত্মক পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক ও যাতায়াত খরচ ইত্যাদি প্রতি বছরের নভেম্বর / ডিসেম্বর মাস নাগাদ মিটিয়ে দেওয়া হয়।
পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার একমাসের মধ্যে পরীক্ষকদের বিল সমূহ সংশ্লিষ্ট ফরমে যথাযথ ভাবে পূরণ করে পরিষদের কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে।

সমাবর্তন উৎসব

সমাবর্তন প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম রবিবার হয়। সমাবর্তনে সংগীত ও সাংস্কৃতিক গুনীজনদের সাম্মাণিক উপাধি প্রদান। স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ও শিক্ষক - শিক্ষণ পরীক্ষায় ছাত্র - ছাত্রীদের মানপত্র ও পুরস্কার বিতরণ।